সমকাল

তারিখ ... 18 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১-৬ ...

মানিকগঞ্জে তিল্লী উচ্চবিদ্যালয়

শ্রেণীকক্ষ ভাঙাচোরা প্রধান শিক্ষকের কক্ষে এসি!

■ মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

মানিকগঞ্জের তিল্লী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল হাসেম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, বিদ্যালয়ের গাছ কাটা ও অবৈধ পন্থায় তার কক্ষের জন্য টাইলস, দুটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) কেনার বিষয়ে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির তিনজন অভিভাবক সদস্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বুধবার বিদ্যালয়ে তদন্তে এসে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছেন।

এ বিদ্যালয়ে প্রায় ১ হাজার ২০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শ্রেণীকক্ষের বেঞ্চ পুরনো হয়ে গেছে। কক্ষে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই, একাধিক কক্ষ ভাঙাচোরা। এ ছাড়া শিক্ষকদের প্রায় চার লাখ টাকা বেতন বকেয়া রয়েছে। অভিভাবকরা বলেন, এসব বিষয়ে ব্যবস্থা না নিয়ে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের হল রুমে দুটো কক্ষ তৈরি করেছেন। একটি তার অফিস কক্ষ, অন্যটি শিক্ষকদের জন্য। তার অফিস কক্ষে দুটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসিয়েছেন এবং মেঝেতে টাইলস লাগিয়েছেন। এতে প্রায় আড়াই লাখ টাকা খরচ হয়েছে। শিক্ষকদের কমন রুমে ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষে টাইলস লাগানো হচ্ছে। অথচ এসব ক্ষেত্রে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জেএসসি পরীক্ষা ফি ২৬০ টাকা হলেও প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ৭০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া মূল বেতন ছাড়াও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত ৩০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে লাইব্রেরি করার জন্য।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির অভিভাবক সদস্য শাহজাহান সরকার ও নান্নু মিয়া অভিযোগ করেন, শিক্ষার মান ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রধান শিক্ষক উদাসীন। বিদ্যালয়ের গাছ কেটে নিজের জন্য খাট বানিয়েছেন তিনি। এসব অভিযোগ তদন্তে বুধবার সাটুরিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিগার সুলতানা ওই বিদ্যালয়ে যান। তিনি জানান, অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। প্রধান শিক্ষক নিজের কর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে প্রধান শিক্ষক আবুল হাসেম ভূঁইয়া এই প্রতিবেদককে বলেন, তার কক্ষে দুটি এসি বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সিদ্ধান্তে লাগানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোচিং ক্লাস করানোর জন্য অর্থ আদায় করা হয়েছে।

মানিকগঞ্জে তিল্লী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে লাগানো হয়েছে দুটি এসি ■ সমকাল